Deba Prasad Das

Deba Prasad Das

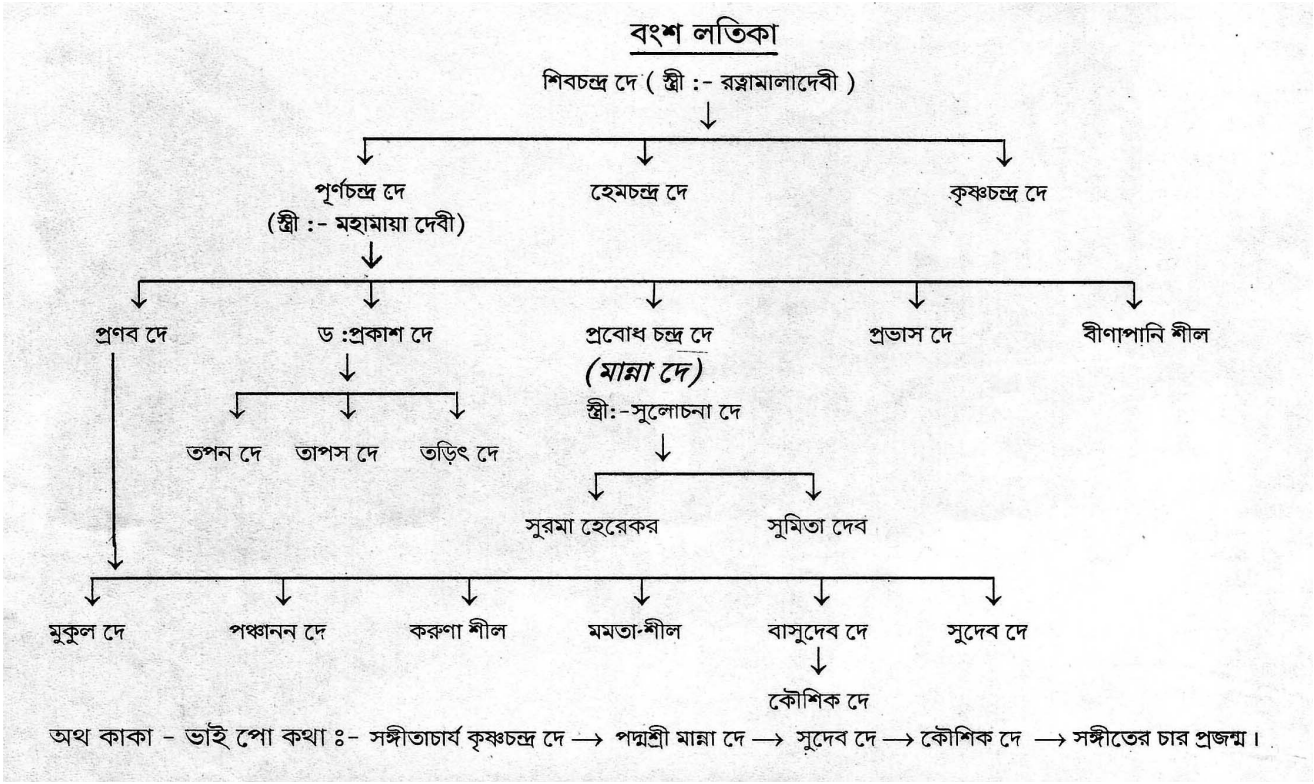

Deba Prasad Das

জীবন পঞ্জী ঃ জীবনের কয়েকটি স্মরনীয় বছর

১৯২০ -	জন্ম ১ লা মে।
১৯৩৬ -	স্কটিশচার্চ স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ।
১৯৩৭ -	স্কটিশচার্চ কলেজের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে প্রতিযোগী হিসেবে যোগদানের সুবাদে প্রথম মঞ্চে সংগীত পরিবেশন এবং আধুনিক গান ছাড়া বাকী সমস্ত বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার। সেই সূত্রেই কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের কাছে হাতে কলমে সংগীত শিক্ষার সূত্রপাত।
১৯৩৮ -	স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষায় উর্ত্তীর্ণ এবং বিদ্যাসাগর কলেজে বি.এ. ক্লাশে ভর্তি হওয়া।
১৯৩৯-	ওস্তাদ দবীর খাঁ সাহেবের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শেখার শুরু।
১৯৪০-	সুরকার হিসেবে প্রথম আত্মপ্রকাশ। শৈলেন রায়ের রচনায় সুপ্রীতি ঘোষের কন্ঠে মান্না দের প্রথম সুরারোপিত সংগীতের রেকর্ড প্রকাশ।
১৯৪২ -	কাকা কৃষ্ণচন্দ্র দের সহকারী হিসেবে প্রথম বম্বে যাত্রা।
১৯৪৩ -	কৃষ্ণচন্দ্র দের সংগীত পরিচালনায় বম্বের লক্ষ্মী প্রোডাকশনের প্রথম ছবি "তমান্না" ছবিতে সুরাইয়ার সাথে দ্বৈত কন্ঠে জীবনের প্রথম প্লে-ব্যাক - "জাগো আঈ উষা"।

১৯৪৩ -	শঙ্কর রাও ব্যাস এর সংগীত পরিচালনায় 'রামরাজ্য' ছবিতে প্রথম একক প্লে-ব্যাক - " ভারত কি এক .....।"
১৯৪৪ -	ওস্তাদ অমন আলি খাঁ সাহেবের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম শুরু। সঙ্গীত পরিচালনার রাজ্যে প্রথম পদক্ষেপ এবং পরবর্ত্তী সাত বছরে ক্ষেমচাঁদ, প্রকাশ, শচীনদেব বর্মন এবং অনিল বিশ্বাস প্রমুখ সংগীত পরিচালকের সাথে সহকারী সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ।
১৯৫০ -	দীপের রচনায় শচীন দেব বর্মনের সুরে "মশাল" ছবিতে "উপর গগন বিশাল"গানটি গেয়ে অসাধারণ সাফল্যের পথ বেয়ে হিন্দী ছায়াছবির জগতে অসম্ভব জনপ্রিয়তা লাভ।
১৯৫১ -	রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে বম্বে -প্রবাসী কেরেলিয়ান মেয়ে সুলোচনা কুমারণের সাথে প্রথম পরিচয়। 'আওয়ারা' ছবিতে গান গাওয়ার সূত্রে রাজকাপুরের সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের সূত্রপাত।
১৯৫২ -	ভি . শান্তারামের মারাঠী তথা বাংলা ডবল ভার্সান ছবি " অমর ভূপালী" তে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের "ঘনশ্যাম সুন্দর....." গীত নিয়ে জীবনের প্রথম বাংলা গান। 'চমকী'ছবিতে সংগীত পরিচালনা করে এককভাবে সংগীত পরিচালনার শুরু।
১৯৫৩ -	ওস্তাদ আব্দুল রহমান খাঁ সাহেবের কাছে শাস্ত্রীয় সংগীত শিক্ষার শুরু। কেরল কন্যা সুলোচনা কুমারণ হলেন ঘরনী - সুলোচনা দে। 'দো বিঘা জমিন'ছবিতে প্লে-ব্যাকের সূত্রে

	সলিল চৌধুরীর সাথে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। বম্বে ইয়ুথ কয়ারে যোগদান। প্রথম বেসিক বাংলা গানের রেকর্ড - ''কতদূরে আর নিয়ে যাবে বল।''
১৯৫৪ -	জীবনের প্রথম বাংলা ছবি ''গৃহ প্রবেশ''-এ প্লে-ব্যাক।
১৯৫৬ -	ছোট মেয়ে সুমিতার জন্ম।
১৯৫৯ -	গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে পরিচয় এবং সার্থক জুটি বেঁধে বছরের পর বছর জীবনের জনপ্রিয়তম গানগুলোর সৃষ্টি।
১৯৬২ -	প্রথমে ঠাকুমা, এর চারদিনের মাথায় বাবা এবং মাস কয়েক পর ২৮ শে নভেম্বর কাকা তথা সংগীত গুরু কৃষ্ণচন্দ্র দে'র মৃত্যু।
১৯৬৬ -	সুধীন দাশগুপ্তর সংগীত পরিচালনায় ''শঙ্খবেলা''ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে প্রথম প্লে-ব্যাক ''কে প্রথম কাছে এসেছি.....'' এবং বাংলা প্লে-ব্যাকের জগতে আজকের অসম্ভব জনপ্রিয়তার সূত্রপাত।
১৯৬৯ -	রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম ই.পি.রেকর্ড - ''ওগো স্বপ্নস্বরূপিনী.....''।
১৯৭০ -	নচিকেতা ঘোষের সংগীত পরিচালনায় 'নিশিপদ্ম'ছবির ''না না আজ রাতে আর ....''ও ''যা খুশী ওরা বলে বলুক.....'' গানের জন্য নেপথ্য গায়কের পুরস্কার।
১৯৭১ -	রাজকাপুরের 'মেরা নাম জোকার'ছবির ''এ ভাই , জরা দেখকে চলো''গানটির জন্য শ্রেষ্ঠ নেপথ্য গায়কের পুরস্কার। রাষ্ট্রপতি ভি . ভি. গিরির হাত থেকে ''পদ্মশ্রী''খেতাব গ্রহণ।

Deba Prasad Das

১৯৮৩ -	প্রথম নজরুল গীতির রেকর্ড।
১৯৮৫ -	মধ্যপ্রদেশ সরকার প্রদত্ত ''লতা মঙ্গেশকর'' পুরস্কারে সম্মানিত। ২৩শে জানুয়ারী কতিপয় দুর্বৃত্ত কর্তৃক প্রকাশ্য রাস্তায় ছোড়ার আঘাতে আক্রান্ত। 'মা'য়ের মৃত্যু ।
১৯৮৮ -	বাংলাদেশের ''রেনেসাঁ সাংস্কৃতিক পরিষদ'' (ঢাকা) কর্তৃক প্রদত্ত ''মাইকেল সাহিত্য পুরস্কার''এ সম্মানিত।
১৯৯০ -	মিঠুন ফ্যানস অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রদত্ত ''শ্যামল মিত্র অ্যাওয়ার্ড''সম্মানে ভূষিত। এক অনুষ্ঠানে গান গাইতে গাইতেই হৃদরোগে আক্রান্ত এবং ৫ই ডিসেম্বর বম্বের ব্রীচক্যান্ডি হাসপাতালে বাই-পাস-সার্জারী। H. M. V ছেড়ে দিয়ে Paramount . Music cassette থেকে গান গাওয়ার শুরু।
১৯৯১ -	পুরীর শ্রী ক্ষেত্রকলা প্রকাশিকা কর্তৃক ''সংগীত স্বর্ণচূড়''উপাধিতে ভূষিত।
১৯৯৩ -	২১ শে এপ্রিল রবীন্দ্র সদনে '' পি. সি.চন্দ্র, গ্রুপ পুরস্কার''- এ ভূষিত ও ৫০০০০ ভারতীয় মুদ্রায় সম্মানিত। সংগীত জীবনের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে কলকাতার নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা লাভ।

Deba Prasad Das

আমার প্রিয়

প্রিয় গান	:	মেরে সব কুছ মেরে গীতরে গীত বিনা কৌন মেরা প্রীতরে
প্রিয় গায়ক-গায়িকা	:	বড়ে গোলাম আলি খাঁ, মহম্মদ রফি , লতা মঙ্গেশকর , হেমন্ত মুখার্জী
প্রিয় সংগীত পরিচালক	:	শঙ্কর জয়কিষেন রাহুল দেব বর্মন নচিকেতা ঘোষ সুধীন দাশগুপ্ত সলিল চৌধুরী
প্রিয় গীতিকার	:	গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় শৈলেন্দ্র
প্রিয় রাগ	:	কল্যাণ ঠাটের সমস্ত রাগ-রাগিনী
প্রিয় বাদ্যযন্ত্র	:	স্প্যানিশ গীটার
প্রিয় তাল	:	ত্রিতাল
প্রিয় চিত্র পরিচালক	:	রাজকাপুর , তপন সিংহ
প্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রী	:	রাজকাপুর, নার্গিস, উত্তমকুমার
প্রিয় অনুষ্ঠান	:	নিউ ইয়র্কে ৪৬০০ আসনবিশিষ্ট পেক্ষাগৃহে লতা মঙ্গেশকরের সাথে মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান
প্রিয় স্মৃতি	:	যেদিন সুলোচনার সাথে আমার দেখা হয়েছিল

Deba Prasad Das

প্রিয় দুর্বলতা	:	আমার পরিবার
প্রিয় সঙ্গী, প্রেরণা	:	আমার স্ত্রী সুলোচনা দে
প্রিয় অভ্যাস	:	বই পড়া
প্রিয় বই	:	ক্ল্যাসিক্স , জীবন চরিত , রবীন্দ্র সাহিত্য ।
প্রিয় বিনোদন	:	পরিবারের সঙ্গে অবকাশ যাপন, খেলা, রান্না
প্রিয় খাদ্য	:	সুক্তো , রুইমাছ ভাজা এবং আলুর যে কোন preparation .
প্রিয় মিষ্টি	:	রাবড়ি , রসগোল্লা ।
প্রিয় ফল	:	অ্যালফানসো ।
প্রিয় শহর	:	মুম্বাই
প্রিয় দেশ	:	ভারত এবং আমেরিকা
প্রিয় রং	:	আকাশী নীল
প্রিয় ফুল	:	গোলাপ
প্রিয় পোশাক	:	কুর্তা -পায়জামা , শার্ট -প্যান্ট , যোধপুরী প্রিন্স কোট ।
প্রিয় পারফিউম	:	অ্যাজারো
প্রিয় ঋতু	:	হেমন্তকাল
প্রিয় সময়	:	যখন ভোরের প্রথম আলোয় পূর্ব আকাশটা লাল হয়ে ওঠে , পাখীদের কাকলিতে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে পৃথিবী ।